সাগর-সঙ্গমে।

(গাথা)

উদাসিনী-প্রণেতা কর্ত্তৃক

প্রণীত।

"অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল।
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ কর্ত্তৃক

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শকাব্দা ১৮০৩।

উপহার

শ্রীমতী কা·

সখীটি—দিদিটি—দেবি—কি বলিয়ে হায়
মনের প্রকৃত ভাব প্রকাশি তোমায়—
যা হও তা হও তুমি, কিন্তু এই মর্ত্ত্যভূমি—
(বিকট শ্মশান-রূপা এই মর্ত্ত্যভূমি)
কেন গো নন্দন-বন নয়নে আমার ?
—কেবলি কেবলি, দেবি ! যতনে তোমার—
—কোমল জোছনাময় স্নেহেতে তোমার !
কি যে ও উদার স্নেহ, বুঝেও বুঝেনা কেহ,
কিন্তু আমি জানি, দেবি, মরম তাহার,
তাই গো ব্যাকুল হোয়ে—ক্ষুদ্র এই গাথা লয়ে
এসেছি তোমারে, বোন্ দিতে উপহার—
লহ দেবি—অপমান হবে না তোমার।

সাগর-সঙ্গমে।

(গাথা)

স্থান—সমুদ্রতীর ; সময়—প্রাতঃকাল।

প্রথম সর্গ।

"যাতনার জ্বালা সহে না যে আর,
হৃদয় ছিঁড়িয়ে ফেলিব আজ,
সংসারের সাধ, জীবনের সাধ,
সকল সাধেতে হানিব বাজ !

সুখে কাজ নাই, সাধে কাজ নাই,
কাজ নাই এই জীবনে মোর,
দিগন্তে ঝাঁপিয়ে বহো গো জলধি !
সঁপিব এ প্রাণ হৃদয়ে তোর !

উঠিব—পড়িব—ভাসিয়ে যাইব,
উঠিবে পড়িবে তোমার ঢেউ,
কত যে সহেছি, কেমনে রহেছি,
জানিতে কভু না পারিবে কেউ,

অপার—অগাধ সলিলে তোমার
আমি যে ভাসিয়ে যেতেছি কোথা—
জানিবে না কেউ—শুনিবে না কেউ,
সুধাবে না কেউ সে সব কথা !”

এই কথা বলি অভাগা বিজয়
ঝাঁপায়ে পড়িতে যেতেছে জলে,
সহসা তাহার পিছন হইতে
কে যেন তাহারে ধরিল বলে।

“কি কর কি কর, জ্ঞান-বোধ হীন !
ছি ছি ছি তোমার নাহি কি লাজ,
এই এ বয়সে মনের হুতাশে—
হুতাশে করিছ একি এ কাজ ?

চল চল ফিরে আমার কুটীরে,
আমিই তোমার জননী মত,
সেবিব পালিব, যতনে রাখিব,
সাধিব তোমার বাসনা যত।”

নয়ন ফিরায়ে, বিজয় নেহারে
পিছনে দাঁড়ায়ে কে এক নারী,
জননী সমান নারীর প্রধান,
পুণ্য-জ্যোতি ভায় নয়নে তাঁরি।

অর্দ্ধ বয়সী, পরমা রূপসী,
দেবী ভগবতী যেন রে হায়,
বচনে বরিষে অমৃতের ধারা,
উমার সুষমা নয়নে ভায়।

স্নান করি সবে উঠেছেন দেবী,
এখনো সজল এলানো কেশ,
সজল তাঁহার উজল মূরতি,
সজল তাঁহার বিমল বেশ।

সাগর-সঙ্গমে।

"ক্ষম গো জননি" কহিল বিজয়,
"জীবনে আমার নাহি যে সাধ ,
আমি কারো নই, কেহ নাহি মম,
অদৃষ্ট আমারে সেধেছে বাদ।

মরিল ভগিনী, মরিল জননী,
জনক হইল পাগল প্রায়,
লোকের কথায়, মনের ব্যথায়,
ত্যজিলেন তিনি আমারে হায়।

হৃদয়-যাতনে, পিতৃ নির্যাতনে,
শূন্যময় সব হইল জ্ঞান,
এখন হেথায়, সাগর বেলায়
এসেছি কেবল ত্যজিতে প্রাণ!"

"ছি ছি ছি ও কথা" কহে মহামায়া,
"ব'লনা ব'লনা বাছারে আর,
মম বাসে আয়, জননীর প্রায়,
লাঘবিব তোর হৃদয় ভার!

আমি ও যে হায় সাগর বেলায়
বাঁধিয়ে অদূরে কুটীর মম,
দুহিতাটি লোয়ে, নির্ব্বাসিত হোয়ে,
রহিয়াছি চির-দুঃখিনী সম!

কাঙ্গালিনী বেশে রোয়েছি হেথায়,
কাঙ্গালিনী আমি নহি রে ধনে,
দুহিতা লাগিয়ে সকল ত্যজিয়ে
প্রাসাদ ছাড়িয়ে রহেছি বনে।

চৌদ্দ বর্ষে তার জীবন সংশয়,
চৌদ্দ বর্ষ রহি সাগর তীরে,
ব্রত উদ্‌যাপিয়ে, দামিনী লইয়ে
আবার স্বদেশে যাইব ফিরে!

দ্বাদশ বৎসর হয়েছে অতীত;
বাকি নাই দুটি বরষ বই—
ওই যে দামিনী, স্নান সমাপিয়ে
সাগর সলিলে দাঁড়ায়ে ওই—"

নেহারে যুবক দামিনীর পানে,
দ্বাদশ বর্ষীয়া রূপসী বালা,
দ্বিতীয়ার শশী, পড়িয়াছে খসি,
আধো-ফোটো রূপে সাগর আলা।

আ-নাভী মগন সাগর সলিলে,
ঝাঁপিয়ে তরঙ্গ পড়িছে গায়,
ঢল ঢল ঢল, জলধি কমল,
টল মল করে স্রোতের ঘায়!

পলকে পলকে বিজলী দলকে,
অধরে মধুর হাসির ছটা,
রূপের সাগরে অমৃতের ঢেউ
লহরে লহরে তুলিছে ঘটা।

হেথায় হোথায়, সাগরের বায়,
কোথায় অলকা যেতেছে ছুটি,
ভাবেতে গলিয়ে, পড়িছে ঢলিয়ে
টানা টানা বাঁকা নয়ন দুটি।

সরলতা সনে মাধুরী মিশায়ে,
চারুতার তুলি ধরিয়ে করে,
সরু সরু মরি ভুরু দুটি যেন,
এঁকে কে দিয়েছে নয়ন পরে!

লহরী লীলায়, ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়
উজল রূপের উজল ছায়া,
কষিত তরল হিরণ-বরণ
হ'য়েছে শ্যামল সাগর কায়া!

দেখিয়ে বিজয়—হরষ হৃদয়,
পলক পড়ে না নয়নে আর,
"এই রূপ হেরি, সকল পাসরি"
ভাবিল "বহিব জীবন ভার!—

কেনই ত্যজিব এ ছার জীবন,
ওরূপ যদি রে দেখিতে পাই—
শোকের সময় নেহারি ও রূপ,
অনলে উজল করিব ছাই!

চল চল তবে, মাতঃ মহামায়া,

(কহিল বিজয় আনত মুখে)

এ ছার জনম, এ ছার জীবন,

তোমারি কুটীরে কাটাব সুখে!"

এই কথা বলি সকলে মিলিয়ে,

করিল গমন কুটীর পানে,

আগে আগে যান দেবী মহামায়া,

পিছনে দামিনী বিজয় সনে।

দ্বিতীয় সর্গ

নারীর-প্রধান-জননী সমান,

দেবতা-প্রধান জননী মত,

দেবী মহামায়া বিজয়ের প্রতি

জননীর স্নেহ করেন কত।

বিজয়, দামিনী এক সাথে রয়,
এক বৃন্তে যেন দুইটি ফুল,
ফুটিতে লাগিল, শোভাতে বাড়িল,
জগতে যেন রে অসমতুল!

বিজলির প্রায় দিন বহে যায়,
বিজলির মত বিজয়-মনে——
থাকিয়ে থাকিয়ে হরষের আলো
চমকে উঠিতে লাগিল ক্ষণে।

বাড়িতে লাগিল দামিনী-রূপসী,
বাড়িতে লাগিল রূপের ছটা,
দ্বিতীয়ার শশী, তৃতীয়ার শশী,
ক্রমে পূরণিমা-জোছনা-ঘটা।

ঘোর অমানিশা-আঁধার উপরে
সুধীরে যেমন অরুণ ওঠে,
কৃষ্ণপক্ষ পরে সুধীরে যেমন,
শশীর জোছনা ক্রমশঃ ফোটে—

শীতের প্রভাব ছাড়িয়া যেমন,
সুধীরে বহে রে মলয় বায়,
সুধীরে তেমতি বিজয়-হৃদয়ে
প্রেমের আলোক প্রকাশ পায়।

শুখালো ক্রমশঃ নয়নের নীর,
ঘুচিল ক্রমশঃ বিষাদ ভার,
আকাশে সুষমা, ধরায় সুষমা,
সুষমার মাঝে জীবন তার।

এ উহার পানে তাকাইয়া রয়,
কেন যে তাকায় জানে না কেউ,
উভের পরশে উভের হৃদয়ে
বোঝে না কেন কি ওঠে যে ঢেউ!

সাগর-বিজনে সুখের স্বপনে,
আধো আধো যেন ঘুমের ঘোরে,
দুইটি বরষ কাটালে দুজনা,
দুজনে জানে না কেমন ক'রে।

সাগর বেলায়, দুজনে খেলায়,
সুখের মেলায় দুজনে মাতে,
উভয়ে সোঁপেছে উভয়ে হৃদয়,
উভের পরাণ উভের হাতে।

এক দিন প্রাতে প্রশান্ত উষাতে,
মৃদুল মলয় বহিছে ধীরে,
অফুটো অফুটো অরুণ আলোকে,
দাঁড়ায়ে দামিনী সাগর তীরে।

কাটিয়ে কাটিয়ে সুবিশাল ঢেউ,
সাঁতারে বিজয় জলধি-জলে,
উঠিছে পড়িছে, খেলাতে ডুবিছে,
দামিনীরে ভয় দেখাবে বোলে।

দামিনী হাসিছে, দামিনী ভাবিছে
কথনো দামিনী কাঁদিছে যেন,
পূর্ণিমা নিশিতে শারদ-আকাশে
জোছনা জলদে বিবাদ হেন।

দূর হ'তে এক ডাকিনী-রূপিণী,
নেহারে বিজয়ে হরষে ভাসে,
নেহারে দামিনী, কুসুম-কামিনী
গ্রথিত তাহার প্রেমের ফাঁসে।

দেখি তাহা বুড়ি, যায় গুড়ি গুড়ি
দামিনীর বাড়ী ভিখারী-বেশে,
হাতে লাঠি ধরি, আই ঢাই করি,
কুটীরে অতিথি হইল এসে।

বলে "ওগো কে গো আছ গো হেথায়,
সাগর-সঙ্গমে কুটীর-বাসী,
ক্ষুধার জ্বালায়, প্রাণ জ্বলে যায়,
পরাণ বাঁচাও হেথায় আসি।"

শুনি মহামায়া যান দ্রুতগতি,
অতিথি সেবার মহান কাযে,
রোহিণীরে করি অশেষ যতন,
আনিলেন তারে কুটীর মাঝে।

দিন যত যায়, রোহিণী সেথায়
আদরে রহিল সেবিকা-মত,
দামিনীর সনে, বিরলে বিজনে,
উপকথা-রাশি কহে সে কত।

পূজার লাগিয়ে মহামায়া যবে
উপনীত হন সাগর-বেলা,
বেল জুঁই যাতি, ফুল নানা জাতি,
নে যায় রোহিণী—ভরিয়ে ডালা।

দিন যত যায়, রোহিণী সেথায়,
রহিল কতই আদর ভরে,
দূর এক বনে তাপস আশ্রমে,
রয়েছে বিজয় মাসেক তরে।

বুঝে এক দিন বিধবা-রোহিণী,
ইনিয়ে-বিনিয়ে দেবীর কাছে,
কহিল "জননি, করেছ তুমি কি,
বিজয়ে কি হেথা রাখিতে আছে।

গিয়াছে বটে সে তাপস-আশ্রমে,
আসিতে তাহারে দিওনা আর,
দামিনী আমার, কামিনীর সার,
সঁপিবে কি তাঁরে হাতেতে তার ?

বরঞ্চ জ্বলন্ত-অনল মাঝারে,
দামিনীরে তব ফেলিয়ে দাও,
তবুও গো দেবি বিজয়ের হাতে,
সোঁপোনা তাহারে, মাথাটি খাও !

কুলে শীলে জেতে. মানিনু, জননি !
বিজয়কুমার সমান বটে,
কিন্তু মাতঃ ! কভু শোননি কি কানে
উহার যে গুণ সকলে রটে ?

মথুরা-নিবাসী বিজয়-কুমার,
আলয়, আমার বাটীর গায়,
বালক বিজয় মায়েরে ছাড়িয়ে
আমারি নিকটে থাকিত প্রায় !

ক্রমে ক্রমে ক্রমে যৌবন-সোপানে
যখন চরণ ঠেকিল তার,
হইয়ে অধীর, পরের নারীর
চাপালে মাথায় কলঙ্ক ভার !

জানিতে পারিল ভগিনী বিজয়া,
প্রচার করিল মায়ের আগে,
জননী তখন, কঠোর বচন
কহিল বিজয়ে অসহ রাগে।

ক্রোধান্ধ বিজয় শাণিত কৃপাণে,
শুধিল বোনের দ্বেষের ধার,
দুহিতার শোকে আত্ম-বিসর্জ্জন
সহজে করিল জননী তার !

বিজয়ের নামে কলঙ্কের ঢেউ,
ভূধর-প্রমাণ উঠিল বেগে,
শোকার্ত্ত জনক না পারিয়ে আর
দূর কোরে তারে দিয়েছে রেগে।

সরলা-সুমতি তুমি, মহামায়া,
না জানি তাহার অশেষ গুণ,
দিয়েছ তাহারে আবাস হেথায়,
সাধিয়ে এনেছ আপন খুন।

তোমার দামিনী—ভুবনমোহিনী,
অমীয় প্রকৃতি সরলা বালা,
জেনেছ কি, দেবি, বিজয়েরে সেবি,
ঘটিবে তাহার কত কি জ্বালা?

বিজয় আমার নহেত অরাতি,
আপন গ্রামের আপন লোক,
দামিনীর কথা ভেবে পাই ব্যথা,
তাই প্রকাশিনু মনের ঝোঁক।"

কহিয়ে রোহিণী ফেলিল নয়নে
টেনে টুনে জল দু এক ফোঁটা,
কহিল "কালিকা করেন এ যেন—
দামিনীর পানে না চায় ওটা।

দ্বিতীয় সর্গ।

পুত্র-শোকে আমি আছি জরজর,
প্রতাপ আমার বিবাগী হোয়ে,
কোথায় চলিয়ে গিয়েছে ফেলিয়ে,
সুখী এবে শুধু দামিনী লোয়ে।"

বলিয়ে রোহিণী লইল বিদায়,
চলিল রোহিণী আপন বাস,
ফুঁসিতে লাগিল মহামায়া-সতী
বহিতে লাগিল অনল-শ্বাস।

এমন সময় সরলহৃদয়
দামিনী আসিল মায়ের কাছে,
কুসুম-কানন করিয়ে উজাড়,
কুসুমের সাজে সাজিয়া আছে!

কবরীটি গাঁথা মালতী মালায়,
অলকা ঝলকে যূথিকা ফুলে,
অস্ফুট বেলার প'রেছে মালিকা,
পোড়েছে সে মালা চরণ-মূলে।

কুসুম পরাগে সুরভিত বাস,
কামিনী-পাপড়ী পোড়েছে গায়,
কুসুমে সেজেছে কুসুম-বালিকা,
কে তোরা হেথায় দেখিবি আয়।

হাসি–মাখা মুখ করে ঢল ঢল,
হরষে চপল, নয়ন দুটি,
হেথায় হোথায়, হৃদয়ে মাথায়,
আকুল ভ্রমরা বেড়ায় ছুটি।——

"এই দেখ গো মা সেজেছি কেমন,
উজাড় করিয়ে কুসুম-বন,
গোলাপের কাঁটা ফুটিল যে কত,
কিছুই আঘাতে দেইনি মন।

ভ্রমরের সনে করিয়ে সমর,
এই—মা—টগর এনেছি তুলে,
ফুঁ দিয়ে উড়ায়ে প্রজাপতিদলে
ছিনিয়ে এনেছি মাধবী ফুলে।

নাড়া দিনু যত বকুলের শাখা,
পড়িল কুসুম তলাটী ছেয়ে,
আবার—আবার এনেছি কাহারে,
নেহারো ও গো মা এদিকে চেয়ে—

তাপস-কুটীর তেয়াগি বিজয়
আসিতে ছিলেন মাসেক পরে,
সাগর-বেলায়, নিরখি তাঁহায়
এক সাথে মোরা আসিনু ঘরে।”

কহিতে কহিতে ঢুলে পড়ে আঁখি,
গুরুগুরু করে হৃদয় মাঝ,
অধরে ঈষৎ বিকসিত হাসি,
বিজয়কুমার এসেছে আজ।

বিজয়েরে ফিরে দেখি মহামায়া
দাবানল পারা জলিয়ে ওঠে,
থর থর থর কাঁপিছে অধর,
নয়নের কোণে আগুণ ছোটে ;

বজ্র ভীমনাদে কহে মহামায়া,
বামেতর হাত রাখিয়ে বুকে—
"দামিনী, তোমারে করিনু বারণ,
বিজয়ের নাম এনো না মুখে।

দিব না তাহার চরণ পরশে—
কলঙ্কিতে এই কুটীর মম,
তুমিও দামিনী পাসরিবে তায়,
ভাবিয়ে তাহারে পিশাচ সম।

বিজয়—বিজয়! কহিনু তোমারে,
যাও—ছাড়ি এই কুটীর মোর,
আমাদের মাঝে উঠুক ভূধর,
বহুক সাগর তুফানে ঘোর।"

বলি, মহামায়া—কঠোর মূরতি,
ভ্রূকুটি হানিল দুহিতা পানে,
স্তম্ভিত দামিনী বজ্রাহত প্রায়,
কিসে যে কি হ'ল, কিছু না জানে।

শূন্যে চাহি রয়, পড়ে না পলক,
চলে না চরণ, নড়ে না হাত,
সঘনে শুধুই বহে ঘন শ্বাস,
হৃদয় হোয়েছে রুধির সাৎ।

অবশ হাতের মালতীর ফুল,
ঝর ঝর ঝর প'ড়িছে ঝোরে,
খসিছে আঁচল, খসুক আঁচল,
ভ্রূক্ষেপ নাই তাহার পরে ।

হৃদয়ে কপোলে বসিছে ভ্রমর,
বসুক ভ্রমর আপন মনে,
কুটীর যে কোথা, দামিনী যে কেবা,
কেবা যে বিজয়—কেই বা জানে ।

তৃতীয় সর্গ

মহামায়া-কথা শুনিল বিজয়,
শুনিল বিজয় আনত মুখে
শুনিল বিজয় আটকি নিশ্বাস,
বামেতর হাত চাপিয়ে বুকে।

নিস্তব্ধ বিজয়, নির্ব্বাক বিজয়,
বিজয় পাথর-মূরতি প্রায়,
না সরে বচন, না চলে চরণ,
নয়নে কেবল বিজলি ভায়!

ক্ষণপরে মাথা তুলিয়ে বিজয়,
মহামায়া-প্রতি চাহিয়ে কয়—
(সেই সে বিজলি ঝলকে ঝলকে
পলকে নয়নে উদয় হয়—)

—"দেবী মহামায়া, লইনু বিদায়—
লতেছি বিদায় হরষ-ভরে,
তোমার কুটীর, তোমার দামিনী,
রহিল তোমারি জনম-তরে!

বিজয়ের মুখ দেখিতে হবে না,
শুনিতে হবে না সে নাম আর,
চলিলাম এই গরবের তেজে,
বিষাদের কোন ধারি না ধার।"

বলিয়ে বিজয়—সতেজ হৃদয়,
ছাড়িল কুটীর পলক-পরে,
দামিনীর পানে নাহি চাহি আর,
চলিল নিজেরি গরব-ভরে।

চলিল আপন গরবেরি ভরে,
যেথানে বহিছে সাগর ঢেউ,
যেথানে কাঁদিলে নয়ন-লহরী
দেখিতে কভু না পাইবে কেউ!

সেই খানে আসি অভাগা বিজয়,
সেই সে বিজন সাগর-কুলে,
ভাবিয়ে হৃদয়ে দামিনীর কথা,
কাঁদিতে লাগিল আপনা ভুলে !

কাঁদিতে লাগিল খুলিয়ে পরাণ,
কাঁদিতে লাগিল অযুত ধারে,—
"আমার দামিনী, সোনার দামিনী,
চলিনু কোথায় ফেলিয়ে তারে—

হৃদয়ের ধন, সরবস্ব ধন,
মৃত-সঞ্জিবনী স্নেহের লতা,
থাক্—সুখে থাক্—আমি ত বিজয়
চলিনু—চলিনু কে জানে কোথা !

এই যে সাগর—অগাধ—অপার,
সমুখে গড়ায় গরব-ভরে—
প্রবেশি কি তায় জুড়াব হৃদয়—
জুড়াব হৃদয় জনম-তরে ?"—

কহিয়ে বিজয় ভাবিতে লাগিল,
উঠায়ে প্রলয় মরম-তলে,
কখনো অনল ছুটিছে নয়নে,
আবার অনল নিভিছে জলে।

কভু মোদে আঁখি, উর্দ্ধে কভু চায়,
কভু বা নয়ন পড়িছে ঢুলে,
উচ্চৈঃস্বরে শেষে গভীর বিজনে
কহিতে লাগিল আপনা-ভুলে—

"কেনই মরিব, কেনই ডুবিব
অপার—অগাধ——সাগর-জলে,
জনমের সাধ, জীবনের সাধ
সব (ই) কি ফুরালো এ মহীতলে?

"নাহি কি বাসনা,—নাহি কিরে আশা,
হেরিতে সেই সে দামিনী-মুখ?
নাহি কি বাসনা, নাহি কিরে আশা
কখনো জুড়িবে এ ভাঙ্গা বুক?

অয়ি চন্দ্র তারা, অয়ি বিভাবরি!
অয়ি লীলাময় শীতল বায়!
অয়ি তরঙ্গিত অতল সাগর—
দেবি বসুন্ধরে—জননী-প্রায়—

সাক্ষী করি এই তোমাদের সবে
বামেতর হাত হৃদয়ে রাখি—
বলিতেছে শুন অভাগা বিজয়
অনলে উজল করিয়ে আঁখি—

সত্য যদি আমি দামিনী-বালারে
ভালবেসে থাকি বিমল মনে—
অবশ্য আবার এই ইহলোকে
মিলিব—মিশিব তাহারি সনে—

যে প্রেমের নাম আত্ম-বিসর্জ্জন,
দেবতাই তার প্রভাব জানে,
অবশ্য তাইরে আবার—আবার—
মিলিব—মিশিব দামিনী সনে!

যে প্রেমে কেবল মরম আলোকে
প্রতিমা গড়িয়া পূজি সে জনে,
সে প্রেম-প্রভাবে অবশ্য আবার
মিলিব—মিশিব দামিনী সনে।

তবে—তবে—আমি কেনই ডুবিব,
কেনই ঝাঁপিব সাগর-জলে ?
ছেড়েছি কুটীর—ছাড়িনে ত আশা-
লুটাবো দামিনী-চরণ-তলে !”

বলিয়ে বিজয়, সতেজ হৃদয়—
রগড়ি ফেলিল নয়ন-নীর,
“দেবী মহামায়া করুণ লাঞ্ছনা,
মরমে মরম রহিল স্থির।”

সাগর-বেলায় আলু থালু হোয়ে,
চলিল বিজয় পাগল পারা,
হৃদয়ে বহিছে রুধিরের ধার,
নয়নে বহিছে সলিল ধারা—

পলকে চকিতে নেহারে বিজয়
দাঁড়ায়ে রোহিণী সমুখে তার,
মথুরা-বাসিনী সেই সে রোহিণী—
চিনিতে বাকী না রহিল আর !

কথা না কহিয়ে আনত হইয়ে
বিজয় মুছিল নয়ন ধীরে,
হৃদয়ের কথা, মরমের ব্যথা
যেন না রোহিণী জানিতে পারে।

কিন্তু সে রোহিণী, ডাকিনী-রূপিণী,
ভ্রমিবার নয় ভুলের ঘোরে,
সহসা যেন সে বিজয়ে হেরিল,
কহিতে লাগিল ছলনা কোরে,—

"বিজয়কুমার, বিজয়কুমার,
মথুরা-নিবাসী বিজয় মম,
কেন কেন হায় সাগর বেলায়
ভ্রমিছে এমন পাগল সম ?

তোমার সে রূপ কোথায় লুকালো,
আলু থালু কেন চিকুর কেশ,
কেন ছল ছল নয়ন যুগল,
কেন বাছা এই সুদীন বেশ ?

নেহারি তোমায়, বুক ফেটে যায়,
একি এ দশা বিজয় ওরে !
আয় বুকে রাখি, প্রাণ ভ'রে দেখি,
বেড়াস্ নে আর যাতনা ঘোরে।"

বলিয়া রোহিণী, ডাকিনী-রূপিণী,
আঁচলে মুছিল নয়ন-ধার,
হৃদয়ে বহিছে গরল-লহরী,
রসনে ক্ষরিছে পীযুষ-সার।

সহসা যেন রে তাড়িত-প্রভাবে
সরিয়ে বিজয় দাঁড়ালো পিছে,
কহিল কাতরে "জননী রোহিণী,
আমারে যতন করিছ মিছে।

আমি যে আমি সে—এমনি রহিব,
যতন কেবল যাতনাময়,
মরম-বিজনে গভীর গোপনে
থাকিতেই মম বাসনা হয়।

যাও তবে দেবী, যেথা তব কায,
অভাগার কথা ভেবো না মনে;
যা হই তা হই, যেথানেই রই—
নিজের এ মন নিজেরি সনে!"

"সে কি কভু হয়" কহিল রোহিণী.
"আয় বাছা আয় আমার কাছে,
আমি যে তোমার জননী-সমান,
কহ রে কি জ্বালা হৃদয়ে আছে!

মথুরা ছাড়িয়ে হেথায় আসিয়ে
কাহার কুটীরে করিলে বাস?
কোথায় চোলেছ—কিসেরি কারণে
ফেলিছ অমন গভীর শ্বাস?"

এদিক ওদিক নেহারি বিজয়,
কহিল বিজয় ক্ষণেক পরে—
"দেবী মহামায়া, দেবতা সমান,
আছিলাম আমি তাঁহারি ঘরে।

কি জানি কি ভাবি মহামায়া-দেবী
কুটীরে থাকিতে দিল না আর,
দামিনী—দামিনী—উঃ—সে দামিনী—
দেখিতে পাবনা শ্রীমুখ তার!

দেখিতে পাবনা শ্রীমুখ তাহার,
শুনিতে পাবনা মধুর স্বর,
রোহিণী—রোহিণী—থাকুক ও কথা,
চলিলাম এই তাপস-ঘর।"

ইনিয়ে-বিনিয়ে কহিল রোহিণী,
আঁচলে মুছায়ে বিজয় আঁখি,
"পাগল বিজয়! এখনো যে তোর,
জ্ঞানের উদয় হোল না দেখি—

মহামায়া তোরে করেছে বারণ
প্রবেশিতে তাঁর কুটীর দ্বার ?
যাক্ সে দামিনী, যাক্ মহামায়া,
তাদের কি তুই ধারিস ধার ?

দেবী মহামায়া কপটের শেষ,
ভড়ঙ্গে কেবল ভুলাতে পারে,
চপল দামিনী চপলাহৃদয়া,
কিসের কি দুঃখ তাহারি তরে ?

এস এস বাছা আমার কুটীরে,
ওদের সহিত কি তব কাজ,
প্রতাপের শোকে ভাঙ্গা এ হৃদয়,
তোরে হেরে তবু জুড়িল আজ—

ওই মহামায়া, ভাল জানি তাঁর,
রীতি দেখে পতি দিলনা স্থান,
দামিনীর পিতা কে বা—কে তা জানে ?
অবোধ যে তুমি কি দিব জ্ঞান ?”

"অবোধ যে আমি—কিবা জ্ঞান দিবে?
রোহিণী—রোহিণী—থাক্ সে জ্ঞান,
আমার দামিনী আমারি দামিনী,
দোষেও আমার হৃদয়-প্রাণ!

চাহিনা জানিতে কিবা তার দোষ,
চাহিনা জানিতে হৃদয় তার,
ভালবাসি তারে—এই আমি জানি,
চাহিনা জানিতে কিছুই আর!"

"ভাল, ভাল, ভাল, তাই যেন হ'ল"
কহিছে রোহিণী মনের রীশে,
"মহামায়া তোরে তাড়ায়ে যে দিল,
এত অপমান সহিবি কিসে?

বাসুদেব-সুত মথুরা-নিবাসী,
বিজয়কুমার তুইত সেই!
এখন কি, তোর ওছার হৃদয়ে
একটু গরব-আভাস নেই?

আবার আবার দামিনীর নাম,
সহজে আসিছে রসনে তোর.
এতেক লাঞ্ছনা খেয়ে কি এখনো
ভাঙ্গিল না তোর ঘুমের ঘোর ?"

শুনিয়ে বিজয় চমকে অমনি,
পলকে নয়নে অনল ভায়;
আবার—আবার—তখনি আবার
নয়নে সলিল-প্রবাহ ধায়।

উৰ্দ্ধদিকে করি নয়ন যুগল,
চাপিয়ে দুহাত উরস পরে,
কহিতে লাগিল বিজয় কুমার
গভীর মরম-বিদার স্বরে—

"এই যে হৃদয় দেখিছ, রোহিণী,
কপালের দোষে মমতাময়,
মর্য্যায় রুধিরে, প্রতি শিরে শিরে.
প্রেমের-অনল-লহরী বয়।

চেপে চেপে রাখি, আবরণে ঢাকি,
নিভাতে কতই যতন করি,
হৃদি-বিসর্জ্জন করিতেও পণ—
আপনি যখন আপন অরি।

জানিনা কি আমি—বুঝিনা কি আমি-
মহামায়া ছেড়ে দিয়েছে মোরে,
তবুও—তবুও—ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে,
যেতে সাধ সেই অনল-ঘোরে।

উঠিয়ে পড়িয়ে—যাতনা সহিয়ে,
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি কতই বার,
যাক্ মহামায়া দামিনী লইয়ে,
সে কুটীর পানে চাবনা আর।

সে কুটীর পানে চাহিব না আর,
জ্বলিয়ে পুড়িয়ে হোক্ তা খাক্,
বিজয়ের তাতে কিবা এল গেল,
তাদের কুটীর তাদেরি থাক্—

কইরে তা পারি, নয়নের বারি
আপনি উথলি অমনি ধায়,
আমার দামিনী—সোনার দামিনী—
কেমনে থাকিব না হেরি তায়?

কি ছার পৃথিবী, কি ছার জনম,
কি ছার হৃদয়, কি ছার প্রাণ,
দামিনীরে যদি দেখিতে না পেনু,
কি ছার নয়ন, কি ছার জ্ঞান!

কিন্তু—কিন্তু বলি, শুন গো রোহিণী;
সাক্ষী রাখি সব দেবতাগণে—
স্বার্থ-শূন্য যদি এ প্রণয় হয়,
আবার মিশিব দামিনী সনে।”

বলিয়ে বিজয় বিজলির প্রায়,
চলিয়ে গেল সে তাপস-ঘরে,
অবাক্ রোহিণী মহামায়া-কাছে
গুড়ি গুড়ি গুড়ি আসিল পরে।

*   *   *   *   *

আনিয়ে দেখে যে দামিনী-রূপসী,
রূপসী এখন নহে সে আর,
মলিন হোয়েছে নলিন বয়ান,
শীতের প্রভাত-শশীর প্রায়।

এলায়ে পোড়েছে বসন ভূষণ,
এলায়ে পোড়েছে চিকুর রাশ,
নয়নে নাহিক নয়নের জ্যোতি,
শুখায়ে গিয়াছে অধর-হাস!

সহানায়া-কোলে কুসুম-বাগানে,
এলায়ে পোড়েছে কুসুম-বালা,
শরীর জ্বলিছে দাবানল তেজে,
মরমে জ্বলিছে মরম-জ্বালা।

নীরস বদন, নীরস রসন,
শূন্যে শূন্য-দৃষ্টি নয়নে দুটি,
যেখানের হাত পড়িয়ে সেখানে,
গড়ায় চিকুর ভূমিতে লুটি।

নাহি যেন সাড়া, নাহি যেন প্রাণ,
নদীর ছায়ার প্রতিমা-পারা,
বহিছে কেবল ঘন ঘন শ্বাস,
ঝরিছে কেবল নয়নে ধারা।

গাইয়ে রোহিণী হইল উদয়,
কহে মহামায়া কাতর-স্বরে—
"এসেছ রোহিণী—বোস গো রোহিণী
দেখ গো দামিনী কেমন করে!

নাহি কিছু খায়, শুতে নাহি যায়,
আপন ভাবেতে আপনি ভোর,
আপনিই ভাবে, আপনিই কাঁদে,
আপনি বেড়ায় বিজনে ঘোর!

আমারো সে নয়, নিজেরো সে নয়,
জানিনা দামিনী কাহার তরে,
শুধাইলে তারে কহে না সে কথা,
আপনি মগন আপন ভাবে।"

শুনিয়ে রোহিণী কাঁপিতে কাঁপিতে,
রোষেতে জ্বলিয়ে কহিতে লাগে—
"শুন মহামায়া, না জানি বিজয়
কি ওষুধ কোরে গিয়েছে ভেগে।

কুটীল কপট বিজয়—পিশাচ,
ধরিয়ে তাহারে আন'ত হেথা—
মড় মড় করি ছোলার মতন,
চিবায়ে খাইব তাহার মাথা।"

চমকি উঠিল দামিনী রূপসী,
চমকি উঠিল হৃদয় তার,
এদিকে ওদিকে হেলায়ে নয়ন,
চমকে নেহারে সকল ধার।

যে আগুণ চোখে জ্বোলে উঠে ছিল,
আবার—আবার——নিভিয়ে গেল,
যেখানের হাত পড়িল সেখানে,
নয়নের পাতা মুদিয়ে এল!

দেখিয়ে রোহিণী, কহিল অমনি,—
"এস গো দামিনী আমার সাথে,
দেখিবে কতই ফুটিয়াছে ফুল,
কেমন জোছনা আজিকে রেতে'

জোছনা মাখিয়ে সাগরের ঢেউ
অদূরে নাচিয়ে বহিয়ে যায়,
বাগানে কুসুম, তারকা-কুসুম
ফুটেছে সাগরে দেখিবি আয়।"

শুনিয়ে দামিনী কহে ধীর বাণী,
ঈষৎ ঈষৎ মেলিয়ে আঁখি,
"নড়িতে আমার নাহি যে শকতি,
শোভার সুষমা দেখিব বা কি!

উঠেছে চাঁদিমা—উঠুক চাঁদিমা,
বহিছে পবন—বহুক বায়,
ফুটেছে কুসুম—ফুটুক কুসুম,
হৃদয় তবুও অসাড় প্রায়!

ফাটিছে মরম—ফাটুক মরম,
নিভিছে পরাণ—নিভুক প্রাণ,
যেতেছি ভাসিয়ে—যাইনা ভাসিয়ে,
ফিরাবো না তবু স্রোতের টান।

আমার—আমার—কি আছে আমার,
আছে শুধু এই শরীর খান,
যেতেছে ভাঙ্গিয়ে—যাক্ না ভাঙ্গিয়ে,
কিসের যতন—কিসেরি টান॥"

মরি, ক্ষতি নাই——মরণই ভাল,
কিন্তু——হা হৃদয়!——মরিলে পরে,
আর যে দেখিতে পাবনা——পাবনা-
সেই সে আমার——————"

কহিতে কহিতে দামিনীর আঁখি
আপনি যেন রে মুদিয়ে এল,
রসনা যেন রে হইল অবশ,
চেতনা যেন রে নিভিয়ে গেল।

ধরাধরি করি দামিনী বালারে,
নে গেল তাহারা কুটীর-ঘরে,
ঝর ঝর কাঁদে মহামায়া দেবী,
ধরিয়ে বালারে হৃদয় পরে।

ক্রমশঃ গভীর হইল যামিনী,
তবুও দামিনী চেতনা-হারা,
সঘনে কেবল বহে ঘন শ্বাস,
হৃদয়ে রুধির তুফান-পারা।

দেখিয়ে রোহিণী কহে প্রকাশিয়ে
"দামিনীর দশা একি রে আজ,
দেবতা জানেন ভাল ভেবে আমি
করিয়ে থাকি ত সকল কাজ।

কি হবে এখানে দাঁড়াইয়ে আর,
রজনী গভীর হইয়ে এল——"
বলিয়ে রোহিণী ভাবিতে ভাবিতে
পাশের সে ঘরে শয়নে গেল।

চতুর্থ সর্গ

দামিনীর সেই যাতনা নেহারি,
রজনী গভীর হইলে পরে,
ধীরে ধীরে ধীরে সেই সে কুটীরে
শুইতে রোহিণী আসিল ঘরে।

শুয়ে শুয়ে ভাবে দামিনীর কথা,
বিজয়েরও কথা— কোথায় যাবে ?
ভূত ভবিষ্যত উলটি পালটি
এ কথা সে কথা কত কি ভাবে।

কোথায় বা তার প্রতাপ-কুমার,
বিবাগী হইয়ে গিয়াছে চোলে,
কতই ভাবিছে—আপনি ভাবিছে—
আপনি ভাসিছে নয়ন-জলে।

ক্রমে ক্রমে হ'ল ঘুম-আকর্ষণ,
ক্রমেতে নয়ন মুদিত হয়—
যেখানের হাত রহিল সেখানে,
মুখরা রোহিণী আর সে নয়।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিধবা রোহিণী
ভীষণ স্বপনে পেতেছে ত্রাস,
কণ্টকিত কায় ঘাম বোহে যায়,
আটকি পড়িছে অধীর শ্বাস।

দেখিল স্বপনে—বিকট শ্মশানে
কে যেন ধরিয়ে এনেছে তায়,
ঘোরা দ্বিপ্রহরা—অমার শর্ব্বরী,
প্রগাঢ় জলদে আকাশ ছায়।

ধূমে ধূমময় দিগন্ত ব্যাপিয়ে,
জমাট বেঁধেছে আঁধার হেন——
নিশ্বাস প্রশ্বাস টানিতে ফেলিতে
পাঁজরের খীল আটকে যেন।

থেকে থেকে শুধু চপলা চমকে,
ঝলকে ঝলকে শ্মশান ভায়,
হেথায় জ্বলিছে চিতার আগুন,
হোথায় আলেয়া গড়ায়ে যায়।

হেথায় শিবার অশিব নিনাদ,
হোথায় গৃধিনী গরজে ঘোর,
আকাশের তলে দলে দলে দলে
উড়িছে শকুনী—তুলিছে শোর।

সুদূরে সেথায়, মড়ার মাথায়
পিশাচের দল বসিয়া হাসে,
সে হাসি শবদে দিগন্ত বিদরে—
রোহিণী থমকি দাঁড়ায় ত্রাসে।

সহসা সমুখে শ্মশান-কালিকা
—জলদ-প্রতিমা দিল যে দেখা,
ধ্বক ধ্বক জ্বলে নয়নে অনল,
লোল রসনা রুধির মাখা।

পলকে পলকে বিজলী ঝলকে
খরসান সেই কৃপাণ তাঁর,
তমো-তেজোময় মূরতি নেহারি
সভয়ে রোহিণী অসাড় প্রায়।

চিতার উপরে দাঁড়ায়ে কালিকা,
কহিতে লাগিলা গভীর রবে—
সপ্তসিন্ধু যেন প্রলয়ের দিনে
একত্রে গরজি উঠিল সবে—

নীরব হইল শকুনী গৃধিনী,
শৃগালের দল বিবরে পশে—
পুষ্কর-গর্জ্জনে নীরব শ্মশানে
কালিকা কহিতে লাগিল শেষে—

"তুইরে রোহিণী, মথুরা-বাসিনী,
ভাবিস কি আমি চিনি না তোরে?
ভাবিস কি আমি জানিনা শুনি না
বেড়াস তুই কি পাপের ঘোরে?"

নীরব রোহিণী—নিস্পন্দ রোহিণী—
বহে না হৃদয়ে রুধির-ধার,
কৃতযোড় করে কাঁপিছে রোহিণী—
যেন সে রোহিণী নহে রে আর।

পলক না যেতে, পিছন হইতে
প্রতাপের কেশ বাঁ হাতে ধ'রে—
শ্মশান-ঈশ্বরী রোহিণী-সমুখে
ধরিল তাহারে রোষের ভরে—

কহিলা—"এই না বিধবা রোহিণী—
এই না বিবাগী প্রতাপ তোর?
পাপীয়সী ওরে, ইহারি না তরে
মজিলি আপনি পাপেতে ঘোর?"

"হ্যাঁগো ওগো দেবি, নৃমুণ্ডমালিকে,
এই সে বিবাগী প্রতাপ মোর"—
কহিতে লাগিল বিধবা রোহিণী
বহিতে লাগিল নয়নে লোর—

"এই যে বিবাগী প্রতাপ আমার,
ইহারি কারণে পাশরি সবে—
ভিখারিণী বেশে, ফিরি দেশে দেশে,
সাগর-সঙ্গমে এসেছি এবে।

দাও মা গো দাও, শ্রীচরণে ধরি—
রোহিণীর দেবি মাথাটি খাও,
যুগান্তের পরে একবার ওরে
বিধবার কোলে ফেলিয়া দাও।"

যতই রোহিণী কহিতে লাগিল,
ততই কালিকা জ্বলিয়ে ওঠে,
লোল রসনা দোলে ঘন ঘন,
নয়নের কোণে আগুন ছোটে।

কহিলা—"রোহিণী, দেখেছিস্ তুই
খরসান অসি এই যে মোর—
ইহারি আঘাতে—একটী আঘাতে
দুখান করিব প্রতাপে তোর—

নিশাচরি ওরে, জানি আমি তোরে,
জানি তোর ওই কুটীল হৃদি—
এখনো বল্‌ছি বাঁচা রে বিজয়ে—
নহিলে প্রতাপে এখনি বধি—

প্রতাপ, প্রতাপ! আমার সমুখে
বল্ দেখি তুই মনের কথা—
ভ্রমিছে বিজয় কাহার কারণে
মরমে পাইয়ে দারুণ ব্যথা?

বিজয়-ভগিনী বিজয়াকুমারী—
রূপে গুণে যেন কমলা প্রায়—
তুই কি চাস্‌নি রূপেতে মজিয়ে
ঘোর অপমান করিতে তায়?

তোরে কি তাহাতে বিজয়কুমার
অশেষ শাসন করে নি শেষে—
তাইতে ঘৃণাতে মথুরা তেয়াগি
পশিলি প্রবাসে বিবাগী বেশে?

জানি না কি আমি, রোহিণী রাক্ষসি !
বিজয়ার প্রতি করিয়ে রিশ—
বিজনে গোপনে, সরলা বাছারে
আদরের ছলে খাওয়ালি বিষ ?

নির্দ্দোষী বালারে, পাপীয়সি ওরে !
কেমনে করালি গরল পান,—
আহা, সেই শোকে জননী তাহার
যমুনার জলে ত্যজিল প্রাণ !

জানি জানি আমি, বিজয়-উপরে
প্রতিশোধ তোর লইতে শেষ—
বিজয়ের নামে কুরব রটনা
করিতে লাগিলি সকল দেশ।

এখনো কি তোর হয় নাই শেষ
দ্বেষ-ভরা সেই পিশাচ-খেলা ?
নাশিতে বিজয়ে—দামিনী বালারে—
এসেছিস্ তাই সাগর বেলা ?

দাঁড়া, নিশাচরি—এর প্রতিশোধ
এখনই আমি দিব যে তোরে—
এই এ কৃপাণে বধিয়ে প্রতাপে
সঁপিব চিতার অনল-ঘোরে !"

——কহিতে কহিতে দেবীর নয়নে
জলন্ত অনল-প্রবাহ ছোটে—
কৃপাণ-আতসে বিজলি ঝলসে—
লোল রসনা দলকি ওঠে।

এলোকেশী-এলো-জটা-কেশ, যেন
সরোষে বিছায় জলদ মত—
সরোষে ভীষণ চাহনি চাহিল
নৃমুণ্ড-মালার লোচন যত।

শুনিয়ে রোহিণী, দেখিয়ে রোহিণী—
পড়িল দেবীর চরণ-তলে,
পাগলিনী প্রায়, অধীরে লুটায়,
ভাসায়ে চরণ নয়ন-জলে—

কহিতে লাগিল কাতর রোদনে—
"ঈশানি, কেন গো পাষাণী হেন—
বিধবা-তনয়ে বধিয়া, জননি,
বিধবার প্রাণ বধিবে কেন ?

কি করিতে হবে, কহ ত্রিলোচনে !
এখনি সাধিব সকল কাজ—
বহুদিন পরে প্রতাপে আমার
নয়ন মেলিয়া হেরিনু আজ।"

বলিতে বলিতে নয়নে তাহার
ঝরিতে লাগিল অযুত ধারা,
মুখরা রোহিণী শ্মশানে লুটায়,
অসহ শোকেতে পাগল-পারা।

শুনিয়ে ঈশানী কহে ক্রোধ-বাণী—
"চাস্ যদি ফিরে প্রতাপে তোর—
যা—তবে—যা—এই বেলা যা—
এই এ রজনী না হ'তে ভোর—

মহামায়া কাছে প্রকাশিয়ে সব
বলিবি তাঁহার চরণ ধোরে—
কহিস্—বিজয়-অযশ রটনা
কোরেছিলি তুই দ্বেষেরি ভরে—

যা—তবে—যা—এই বেলা যা—
দামিনী-বিজয়ে মিলায়ে দে,
হেথায় জ্বলিছে দামিনী-রূপসী—
তাপস-কুটীরে জ্বলিছে সে।"

শুনিয়া আদেশ, পাইয়ে পরাণ—
থমকে রোহিণী দাঁড়ায় সোরে—
কৃতযোড় করে কাঁপে থর থর,
ঝর ঝর ঘাম পড়িছে ঝোরে।

"যা—চলে যা—" বলিয়ে কালিকা
অদর্শন হ'ল প্রতাপে লোয়ে,
সহসা লুকালো জলদ-প্রতিমা—
নেহারে রোহিণী অবাক্ হোয়ে।

সহসা যেন রে শত শত চিতা
একাকার হোয়ে জ্বলিয়ে ওঠে,
লহরে লহরে আকাশ পাতালে
দাবানল যেন মাতিয়ে ছোটে।

সহসা আবার সকলি নিভিল,
আবার শ্মশান আঁধারময়,
শকুনী গৃধিনী ডাকিয়া উঠিল,
গভীর গরজে শৃগাল চয়।

অট্ট অট্ট হাস হাসে দানাদল,
ভীম নাদে ব্যোম বিদার প্রায়,
আচম্বিতে ভাঙ্গে রোহিণীর ঘুম,
নয়ন মেলিয়ে রোহিণী চায়—

পুনঃ আঁখি মোদে, পুনঃ ফিরে চায়,
এখনো ভাঙ্গেনি ঘুমের ঘোর,
"ওই যে শ্মশান,—এই যে বিছানা,
ওই যে কালিকা কুটীর মোর—

ওই যে পাপীয়া গাহিছে প্রভাতী—
তবুও এই যে শকুনী-রব—
অস্ফুটো আভাসে পশিছে শ্রবণে—
আবার মিশায়ে যেতেছে সব।"

দুহাতে আবার রগড়ে নয়ন—
কট্ মট্ ক'রে দু'ধারে চায়,
দুর্ব্বল, শিথিল, অবশ শরীরে
ঘামের শীতল লহরী ধায়।

সভয়ে রোহিণী করিল চীৎকার—
কে যেন, তাহারে ফেলিল মেরে
মহামায়া-দেবী দামিনীরে লোয়ে
আসিয়ে তাহারে যতনে ঘেরে।

উঠিল তখন জাগিয়ে রোহিণী,
থর থর থর কাঁপিছে কায়,
নীরস রসনা, স্খলিত বসনা—
শূন্যদৃষ্টি চোখে বিহ্বলা চায়।

"দেবী মহামায়া" কহিল রোহিণী-
"উঃ—কি স্বপন উঠিনু দেখে—
বাঁচাও বাঁচাও প্রতাপে আমার—
আনাও বিজয়ে হেথায় ডেকে।

কোন দোষ নাহি সরল বাছার,
আমিই গভীর দ্বেষের ভরে—
মিছা মিছি তার কলঙ্ক রটিয়ে
তাড়ায়ে দিয়েছি তাপস-ঘরে।"

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়ে রোহিণী
কহিল সকল প্রকৃত কথা,
শুনিতে শুনিতে মহামায়া দেবী
মরমে পাইল মরম ব্যথা!

উথলি উঠিতে লাগিল দামিনী,
বহিতে লাগিল হরষ-ঢেউ—
"জানি জানি আমি বিজয়ের মত
আর কি জগতে আছে রে কেউ।"

পঞ্চম সর্গ।

হ'য়েছে প্রভাত ;—মৃদুল পবন
সাগরের সনে করিছে খেলা,
পথে ঘাটে আর নাহিক আঁধার,
আলোকিত এবে সাগর-বেলা।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাঙ্গা চিকন-মেঘেতে
পূরব আকাশ হ'য়েছে লাল,
গগনে উড়িছে সাগর-কপোত,
বেলায় খেলায় হরিণী পাল।

হেথায় হোথায় বাঁধা ছিল তরী,
পাল তুলে তারা ছাড়িল সব,
মাঝিরা ধরিল সুখে সারী-গান,
বাতাসে উথলে সেই সে রব।

রোহিণীরে ডাকি মহামায়া কয়—
"যাও গো রোহিণী—হ'য়েছে ভোর,
যেথায় বিজয় তাপস-কুটীরে
ভাবিছে—কাঁদিছে যাতনে ঘোর—

আহা সে বিজয়—নিরাশ-হৃদয়,
কতই ফেলিছে নয়ন-বারি,
কতই না জানি অভিমান ভরে
ভাবিছে আমারে পিশাচ-নারী—

আন' ডেকে তায়, দিব যে হেথায়,
দামিনীর সনে বিবাহ তার,
চৌদ্দ-বর্ষে হ'ল ব্রত উদ্‌যাপন,
সাগর-বেলায় না রব আর।"

শুনিয়া সকল—স্মরিয়ে সকল—
বিজয়ে ডাকিতে রোহিণী যায়,
এলো থেলো কেশ, পাগলিনী-বেশ,
সবেগে তাপস-কুটীরে ধায়।

এদিকে, আসিয়ে দেবী মহামায়া
দামিনীরে কহে সোহাগ-ভরে—
"আয় মা দামিনী, স্নেহের পুতলী—
আজিকে যতনে সাজাবো তোরে—

আজিকে আসিবে বিজয়-কুমার,
আজি আসিবে সে স্নেহের ধন,
আজি আমি তোরে বিজয়ের হাতে
সোহাগে সঁপিব ক'রেছি পণ।"

শুনিতে শুনিতে দামিনী-হৃদয়ে
রুধির-প্রবাহ মাতিয়ে ছোটে,
এ ভাব—ও ভাব—কত কি যে ভাব
একেবারে যেন উথলি ওঠে।

প্রকৃতে স্বপনে লাগিল সমর,
"সত্য কি বিজয় আসিবে ফিরে?
"চিরদুঃখিনীর এই দুই আঁখি
"আবার বিজয়ে দেখিবে কি রে?

"সেই—সেই হাসি, মধুরিমা-রাশি,
"সেই সে কেমন—কেমন ধারা,
"সেই সে চপল নয়নের ছটা
"হেরিব কি পুনঃ পাগল পারা ?"

ভাবিতে ভাবিতে অপাঙ্গ হইতে
মৃদুল চিকন বিজলী ছোটে,
অধরে লুকানো অফুটো হাসিটি
থেকে থেকে যেন উজলি ওঠে।

কখনো আবার শরমের রাগে
ঈষৎ রাঙ্গিয়ে ওঠে সে মুখ,
চাপাচুপী, বালা, সাজে কি কখনো,
উথলি যখন উঠেছে বুক ?

সাজি সাজি আজ কুসুম-ভূষণে,
দাঁড়ায় দামিনী সাগর-বেলা,
বিজয়ে ডাকিতে গিয়েছে রোহিণী,
এখনো বিজয় করিছে হেলা !

"কতক্ষণ হ'ল জাগিয়ে উঠেছি—
কতক্ষণ হ'ল রোহিণী গেছে—
কতক্ষণ হ'ল এসেছি এখানে—
এখনো যে দেরী করিছে মিছে—

হোথা ছিল ভানু—দেখিতে দেখিতে
কত দূর ক্রমে উঠিল ওই—
ফুলের গহনা পড়িল শুথায়ে—
তবুও বিজয় আসিছে কই ?

কখন আসিবে ?—ওই যে আবার
ঈশান কোনেতে উঠেছে মেঘ,
নিঃশ্বাস পড়ে না বাতাসের আর,
প্রশান্ত হয়েছে সাগর-বেগ।

উড়েনা আকাশে সাগর-কপোত,
কোথায় কি জানি লুকালো সব,
বেলায় হরিণী খেলায় না আর,
থেমেছে মাঝীর গীতের রব।

এখনি উঠিবে নিদারুণ ঝড়,
ওই যে জলদ আকাশ ছায়,
থাকিয়ে থাকিয়ে ঘোর ডাকে মেঘ,
মাতিয়ে চপলা ছুটিয়ে যায়।"

*　*　*　*　*
*　*　*　*　*

দেখিতে দেখিতে ঘোর আচম্বিতে
উঠেছে ঝটিকা ভীষণ তোড়ে,
হুলস্থূল করি সাগরের ঢেউ
দাপটে বেলায় ঝাঁপায়ে পড়ে।

নিবিড় জলদে ডুবেছে তপন,
কে কোথায় যেন না জানে কেউ,
সব একাকার—জলধি-আকার,
দিগন্ত আলোড়ি ছুটিছে ঢেউ।

সাগরে অম্বরে বেধে গেছে রণ,
উঠিছে সাগর ভীষণ রেগে,
আকাশ হানিছে চপলার বাণ,
হুহুঙ্কারে মেঘ গরজে বেগে।

শন্ শন্ রবে বহিছে বাতাস,
জলধির ফেণা আকাশে ছোটে,
হাঙ্গর মকর বেলায় পড়িয়ে
আছাড় পাছাড় খাইয়ে লোটে।

এ ঘোর প্রলয়ে—দাঁড়ায়ে কে ওই ?—
হের, কল্পনা, হের গো ফিরে—
মথিত সাগর-উরস হইতে
আবার কমলা উঠিল কি রে ?

ওই যে দামিনী—নড়ে না চড়েনা,
চাহিয়ে তাপস-কুটীর-পানে,
ধরিয়ে একটি অশোকের ডাল,
তাকায়ে রোয়েছে আপন মনে।

কে জানে কোথায় বহিছে ঝটিকা,
কে জানে কোথায় ছুটিছে জল
কে জানে কোথায় ভাসিছে আঁচল—
ভাসিছে ফুলের গহনা-দল।

"আস্থক বিজয়—কহিব তাহারে
জানিয়াছি তার মমতা যত,
এই মরমের নিভৃত বিজনে
কে জানিবে ঝড় বহিছে কত ?"

সরোষে আছাড়ি পড়িছে সাগর
দামিনী-বালার পায়ের কাছে,
টলমল এক ফুলের মতন
শাখাটি জড়ায়ে দাঁড়ায়ে আছে !

বুঝি ছিঁড়ে যায়, বুঝি খ'সে যায়
বুঝি ভেসে যায় সাগর জলে।—
মেঘের আঁধারে সহসা তড়িৎ
মেলিল নয়ন আকাশ তলে।

সহসা দামিনী চমকি চাহিল
জ্ঞানহারা যেন নিমেষ তরে,
বিজয়ের দেহ উঠিছে পড়িছে,
উঠিছে পড়িছে সাগর পরে।

একি ঘোর খেলা খেলিছ সাগর,
বিজয়েরে তুমি ফিরায়ে দাও,
কোলেতে তুলিয়া দুলায়ে দুলায়ে
তহারে কি ঘুম পাড়াতে চাও !

একবার আসে তীরের কাছেতে
আবার হটিয়া চলিয়া যায়,
পাগলের মত আকুল বালিকা
ছুটিয়া তাহারে ধরিতে চায়।

কাছে এসে এসে আসেনাক কাছে
দামিনী দাঁড়ায়ে আছিল যেথা,
অধীরে কহিল, "বিজয়—বিজয়"—
আর কি বিজয় কহিবে কথা ?

না দিল সে সাড়া, না আইল কাছে
খেলিতে লাগিল উরমি মালা !
অধীর হইয়া, আকুল হইয়া
ঝাঁপায়ে পড়িল দামিনী বালা !

দেখিতে দেখিতে পলক ফেলিতে
বিজয়ের পাশে গেল সে ভাসি ;
এই কি রে হ'ল বাসর শয়ন—
ফেনিল অধীর উরমি রাশি ?

ভেসে চ'লে গেল প্রণয়ী যুগল,
ভেসে চ'লে গেল কে জানে কোথা,
দামিনী-বিজয়, বিজয়-দামিনী—
রহিল কেবল কথার কথা।

সমাপ্ত।